যোনা

প্রভুর বাণীর সামনে থেকে যোনার পলায়ন

১প্রভুর বাণী আমিত্তাইয়ের সন্তান যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, ২ ‘ওঠ, ওই মহানগরী
নিনিভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে, তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও
এসে উপস্থিত হয়েছে।’ ৩ কিন্তু যোনা প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালাবার চেষ্টায় তার্সিসে যাবার জন্য
রওনা দিলেন; যাফা বন্দরে নেমে গিয়ে তিনি একটা জাহাজ পেলেন, যা তার্সিসে যাবে; প্রভুর
কাছ থেকে দূরে যাবার চেষ্টায় তিনি যাত্রার ভাড়া দিয়ে নাবিকদের সঙ্গে তার্সিসের দিকে সেই
জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ৪ কিন্তু প্রভু সমুদ্রের উপরে প্রচণ্ড বাতাস নিক্ষেপ করলেন; ফলে সমুদ্র
এমন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে, জাহাজটা ভেঙে যাবার উপক্রম হল। ৫ নাবিকেরা অভিভূত হয়ে
পড়ল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেবতার কাছে চিৎকার করতে লাগল, এবং জাহাজ হালকা করে
দেবার জন্য যত মালমত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। এদিকে যোনা জাহাজের খোলে নেমে
গেছিলেন, আর সেখানে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। ৬ তখন জাহাজের সারেঙ তাঁর কাছে এগিয়ে
এসে বলল, ‘ওহে, ব্যাপারটা কি যে, তুমি এতই ঘুমোচ্ছ? ওঠ, তোমার পরমেশ্বরকে ডাক; হয়
তো পরমেশ্বর আমাদের কথা চিন্তা করবেন আর আমাদের সর্বনাশ হবে না।’ ৭ পরে নাবিকেরা
নিজেদের মধ্যে বলল, ‘এসো, কার্ দোষেই বা আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে, তা জানবার
জন্য গুলিবাঁট করি।’ তারা গুলিবাঁট করলে যোনার নামে গুলি উঠল; ৮ তাই তারা তাঁকে বলল,
‘আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও, কার্ দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার যাত্রার
উদ্দেশ্য কী? কোথা থেকে আসছ? তোমার দেশ কোথায়? তুমি কোন্ জাতির মানুষ?’ ৯ উত্তরে
তিনি বললেন, ‘আমি হিব্রু; আমি স্বর্গের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে উপাসনা করি, যিনি সমুদ্র ও
স্থলভূমির নির্মাণকর্তা।’ ১০ তখন সেই লোকেরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, তাঁকে বলল,
‘তবে তুমি কেনই বা এমন কাজ করেছ?’ কেননা তিনি যে প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে
যাচ্ছিলেন, একথা তারা জানতে পেরেছিল, যেহেতু তিনিই তাদের তা বলে দিয়েছিলেন। ১১ তারা
তাঁকে বলল, ‘তবে সমুদ্র যেন আমাদের প্রতি আবার ক্ষান্ত হয়, বল, তোমাকে নিয়ে আমাদের কী
করা উচিত?’ কারণ সমুদ্র উত্তরোত্তর ক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। ১২ তিনি উত্তরে তাদের বললেন,
‘আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তবেই সমুদ্র, যা এখন তোমাদের বিপক্ষে, আবার ক্ষান্ত হবে;
আমি তো জানি, আমারই দোষে এই ভীষণ ঝঞ্ঝা তোমাদের উপর নেমে পড়েছে।’ ১৩ সেই
নাবিকেরা জাহাজটা ফিরিয়ে কূলে নিয়ে যাবার জন্য ঢেউ কাটতে খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু
পারছিল না, কারণ সমুদ্র তাদের বিরুদ্ধে আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল। ১৪ তাই তারা অবশেষে
প্রভুকে ডাকতে লাগল; তারা বলল: ‘দোহাই তোমার, প্রভু, মিনতি করি, এই মানুষের প্রাণের
কারণে আমাদের সর্বনাশ যেন না হয়; নির্দোষীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের দায়ী করো না;
কেননা, হে প্রভু, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারেই তুমি কাজ করেছ।’ ১৫ এবং যোনাকে ধরে তারা
তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে সমুদ্র ক্ষান্ত হল, আর ক্ষুব্ধ হল না। ১৬ তাই সেই লোকদের
অন্তরে প্রভুর প্রতি ভীষণ ভয় জাগল: প্রভুর উদ্দেশে তারা বলি উৎসর্গ করল, নানা মানতও

করল।

প্রভু যোনাকে উদ্ধার করেন

২এদিকে প্রভু এব্যাপারে স্থির করেছিলেন যে, প্রকান্ড একটা মাছ যোনাকে গিলে ফেলবে; তাই
যোনা সেই মাছের পেটের মধ্যে তিন দিন তিন রাত ধরে রইলেন। ২ সেই মাছের পেটের ভিতর
থেকে যোনা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে ৩ বললেন:

‘আমার সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম,
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায়;
পাতালের গভীরতম স্থান থেকে চিৎকার করলাম,
আর তুমি শুনলে আমার কণ্ঠস্বর।

৪ তুমি আমাকে অতল গহ্বরে, সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করলে,
আর জলস্রোত ঘিরে ফেলল আমায়;
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ
আমার উপর দিয়ে গেল।

৫ আমি বলছিলাম: তোমার দৃষ্টি থেকে
আমি এখন দূরেই বিচ্যুত,
তবুও আমি তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে
দৃষ্টিপাত করতে থাকি।

৬ জলরাশি আমাকে ঘিরল, গলা পর্যন্তই উঠল,
জলের অতল গহ্বর ঘিরে ফেলল আমায়,
শেয়ালা জড়াল আমার মাথায়।
৭ আমি পাহাড়পর্বতের মূল পর্যন্ত নেমে গেলাম;
আমার পিছনে পৃথিবীর অর্গলগুলো
রুদ্ধ হল—চিরকালের মত।
কিন্তু তুমি, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর,
তুমি কুয়ো থেকে উঠিয়ে আনবে আমার প্রাণ।
৮ আমার মধ্যে যখন প্রাণ অবসন্ন হয়ে নিঃশেষিত ছিল,
তখন আমি প্রভুকে স্মরণ করলাম,
আর আমার প্রার্থনা তোমার নাগাল,
তোমার পবিত্র মন্দিরেরই নাগাল পেল।
৯ যারা অলীক অসার বস্তু মানে,
তারা সেই কৃপা পরিত্যাগ করে, যা তাদের উপরে বিরাজ করার কথা।
১০ কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবস্তুতির কণ্ঠে বলি উৎসর্গ করব;
আমি যে ব্রত নিয়েছি, তা উদ্‌যাপন করব;
পরিত্রাণ প্রভু থেকেই আসে।’

১১ তাই প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।

নিনিভের মনপরিবর্তন ও প্রভুর ক্ষমা

৩প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'ওঠ, ওই মহানগরী
নিনিভেতে যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলব, তা সেই নগরীর কাছে ঘোষণা
কর।' ৩ যোনা উঠে প্রভুর বাণীমত নিনিভের দিকে রওনা হলেন। সেই নিনিভে তুলনার অতীত
এক বিরাট নগরী ছিল, নগরীকে পায়ে হেঁটে পার হতে তিন দিন লাগত! ৪ যোনা নগরীর মধ্যে
প্রবেশ করে এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন; পরে একথা ঘোষণা করলেন, 'এখনও চল্লিশ দিন,
তারপর নিনিভে উৎপাটিত হবে।' ৫ নিনিভের লোকেরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল; তারা উপবাস
ঘোষণা করল, এবং মহামান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই চটের কাপড় পরল। ৬
খবরটা নিনিভে-রাজের কাছে পৌঁছলে তিনি সিংহাসন থেকে উঠে ও রাজসজ্জা খুলে চটের কাপড়
পরলেন ও ছাইয়ের উপরে বসলেন। ৭ পরে রাজার ও তাঁর পরিষদদের নির্দেশে নিনিভেতে একথা
ঘোষণা করা হল: 'মানুষ ও পশু, গবাদি ও মেষ-ছাগ কেউই কিছু মুখে দেবে না, চরে বেড়াবে না,
জল পান করবে না। ৮ মানুষ ও পশু চটের কাপড় পরে সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বরকে ডাকবে;
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুপথ ও হিংসার পথ ত্যাগ করুক। ৯ কি জানি, পরমেশ্বর হয় তো মন
ফেরাবেন, এবং দয়া দেখিয়ে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত করবেন, যেন আমাদের বিনাশ না হয়।'
১০ পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল;
তাই তিনি তাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে দয়াবোধ করে
সেই অমঙ্গল ঘটালেন না।

নবীর ক্ষোভ ও প্রভুর উত্তর

৪এতে যোনা খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ২ তিনি এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন,
'দোহাই তোমার, প্রভু; কিন্তু দেশে থাকতেই আমি কি ঠিক একথা বলছিলাম না? সেজন্যই শীঘ্র
করে তার্সিসে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম; কারণ আমি জানতাম, তুমি দয়াবান স্নেহশীল ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান, এবং অমঙ্গল সাধন করে দুঃখই পাও। ৩ তাই এখন, প্রভু, দোহাই
তোমার, আমার প্রাণ নাও, কারণ আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!' ৪ উত্তরে প্রভু তাঁকে
বললেন, 'এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?'

৫ তখন যোনা নগরীর বাইরে গিয়ে নগরীর পুবদিকে বসে রইলেন; সেখানে নিজের জন্য একটা
কুটির বেঁধে তার নিচে ছায়াতে বসে বসে নগরীর কি দশা হয়, তা দেখবার অপেক্ষা করতে
লাগলেন। ৬ তখন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞামত যোনার উপরে একটা রেড়িগাছ বেড়ে উঠতে লাগল,
যেন তাঁর মাথার উপরে ছায়া পড়ে, ফলে তিনি যেন তাঁর অসন্তোষ থেকে উদ্ধার পান। সেই
রেড়িগাছের জন্য যোনা বড়ই আনন্দ পেলেন; ৭ কিন্তু পরদিন ভোরে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত একটা
পোকা সেই রেড়িগাছে দাঁত বসালে গাছটা শুকিয়ে গেল। ৮ আর সূর্য উঠলে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত
পুব থেকে একটা উত্তপ্ত বাতাস বইতে লাগল; তখন যোনার মাথার উপরে রোদের এমন চাপ
পড়ল যে, তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়ে এই বলে মৃত্যু প্রার্থনা করলেন, 'আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে
মৃত্যুই ভাল!'

৯ পরমেশ্বর যোনাকে বললেন, 'সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক

মনে করছ?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, আমি তা ঠিক মনে করছি। আমি এতই ক্রুদ্ধ যে, মৃত্যু
প্রার্থনা করি!’ ১০ প্রভু বললেন, ‘তুমি এই রেড়িগাছের জন্য শ্রমও করনি, গাছটা বাড়াওওনি;
গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। ১১
তবে আমি কি নিনিভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ
বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া
সেখানে পশুও আছে।’